দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 16 DEC 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

157

12

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দুইমাস যাবৎ বুয়েটে ক্লাস বন্ধ কেন ?

আমাদের একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল—যার শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত ছিল। সেটি হইল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়—সংক্ষেপে যাকে বলা হয় বুয়েট। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রকৌশলিগণ পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে ভালো ভালো চাকুরী করিতেছেন। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করিতেছেন; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিও এখন ধ্বংস হওয়ার পথে এবং অদূরভবিষ্যতেই হয়ত ইহার ডিগ্রী বিদেশে আর স্বীকৃত হইবে না। আজ প্রায় দুই মাস যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হইতেছে না। কারণ ছাত্ররা তাদের পছন্দমতো পরীক্ষা চায় এবং আরো চায় যে, দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের পড়ার খরচ বহন করিতে হইবে।

পৃথিবীর কোন উন্নত ও সভ্য দেশের শিক্ষায়তনে ছাত্রদের পক্ষে এইরূপ দাবী উত্থাপনের কথা কল্পনাই করা যায় না। ঐসব দেশে এই জাতীয় কোন দাবী কোন ছাত্র উত্থাপন করিলে সংগে সংগে ঐসব ছাত্রকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং এরা আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতেও পারে না। তাছাড়াও পৃথিবীর কোন সভ্য ও উন্নত দেশে এ ধরনের শিক্ষা বিনা পয়সায় হয় না। শুধু এদেশেই হয়। সে টাকাটা যায় আমাদের মত গরীব মানুষের পকেট হইতে। ইহারও প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

যারা শিক্ষালাভের পর আমাদের মাথার উপর বহুতল ভবন নির্মাণ করিবে, আমাদের অফিসে, বাসস্থানে এবং দেশব্যাপী বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করিবে, পানি সরবরাহ নিশ্চিত করিবে, আমাদের যন্ত্রপাতি-কলকারখানা চালু রাখিবে—তারা বস্তুতপক্ষে দেশবাসীর জীবন-মৃত্যুর বিষয় নিয়াই তাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে। এদের হাতে ন্যস্ত হইবে মানুষের সমাজের উন্নতি ও জীবনের নিরাপত্তা। এদের অবশ্যই দায়িত্বশীল হইতে হইবে। তাদের বুঝিতে হইবে দেশের বেশিরভাগ মানুষ এখনো শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত। অথচ তাদের অর্থেই এইসব বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে।

বস্তুত: উত্তর জীবনে যারা গুরু-দায়িত্ব বহন করিবে, তাদের সম্ভাব্য কঠোরতম পরীক্ষার মাধ্যমে পাস করিতে হইবে। সুতরাং বুয়েটের পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনরূপ শিথিলতা আনয়ন করা চলিবে না এবং ছাত্রদের পছন্দমত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন শুধু এখন নয়, কোনদিনই করা হইবে না—এই মর্মে কাল বিলম্ব না করিয়া একটি বলিষ্ঠ ঘোষণা দেওয়া অপরিহার্য। সেই সঙ্গে এই ঘোষণাও আবশ্যক যে, গরীব দেশের গরীব জনগণ আর কোন বাড়তি খরচ বহনে সমর্থ নয়।

—হুমায়ুন কবীর (একজন অভিভাবক) মগবাজার, ঢাকা।